University of Dhaka
1921-2021
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৬ বর্ষ ৩য় সংখ্যা | ওয়েবসাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ১ চৈত্র ১৪২৮, ১৫ মার্চ ২০২২

অমর একুশে উদ্‌যাপনে সহযোগিতার জন্য উপাচার্যের ধন্যবাদ জ্ঞাপন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২২ ভাবগম্ভীর পরিবেশে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে যথাযোগ্য মর্যাদায় সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে পালনের জন্য সর্বস্তরের জনসাধারণকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একুশে উদ্‌যাপন কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকল সদস্য, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ও র‍্যাবসহ অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং গণমাধ্যমসহ সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য উপাচার্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

পরিবেশ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন নিয়ে পরিবেশ পরিষদের এক সভা গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাস রুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানীসহ প্রক্টরিয়াল টিমের সদস্যবৃন্দ ও ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় জানানো হয়, অমর একুশে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জনসমাগম এড়ানোর জন্য গত বছরের মতো এবারও সংগঠন পর্যায়ে একটি ব্যানারের অধীনে সর্বোচ্চ ৫ জন এবং ব্যক্তি পর্যায়ে সর্বোচ্চ ২ জন শহিদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে এবং মাস্ক পরিধান করতে হবে।

মহান ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের তৎকালীন মেধাবী ছাত্র জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ গ্রেফতার করা হয়। এ দিবসটি প্রতি বছর পালনের ব্যাপারে সভায় আলোচনা করা হয়।

এছাড়া, ক্যাম্পাসে যানবাহন চলাচল সীমিতকরণ এবং ভ্রাম্যমাণ, অসহায়, দুঃস্থ ও ছিন্নমূল মানুষদের তালিকা প্রণয়ন ও তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনার জন্য উদ্যোগ নেয়া হবে বলে সভায় অভিমত প্রকাশ করা হয়।

ছাত্র নেতৃবৃন্দের আলোচনার সূত্র ধরে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিত ও যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। ১ম বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি কার্যক্রম সহজীকরণ, শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি লাঘব, সময়, শ্রম ও অর্থের সাশ্রয় ঘটানো এবং সেমিস্টার শিক্ষা কার্যক্রম আরও কার্যকর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে ৪টি ইউনিটের (ক, খ, গ ও চ) অধীনে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়ে (দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)

যথাযোগ্য মর্যাদায় অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে গত ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২২ একুশের প্রথম প্রহরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে পালিত হয়েছে। চলমান করোনা মহামারি পরিস্থিতিতে এবছরও সকলেই স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে শহিদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

একুশের প্রথম প্রহরে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসা অতিথিদের স্বাগত জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। সর্বপ্রথম শহিদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের পক্ষে তাঁর সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম সালাহউদ্দিন ইসলাম ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে তাঁর সামরিক সচিব মেজর জেনারেল নকিব আহমদ চৌধুরী। জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর পক্ষে তাঁর প্রতিনিধি শহিদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর মন্ত্রীপরিষদ সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন বাহিনীর প্রধান, ঢাকাস্থ বিভিন্ন দূতাবাসের কূটনীতিকবৃন্দসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ শহিদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

একুশের প্রথম প্রহরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান শহিদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, ঢাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্যবৃন্দ, ডিনবৃন্দ, প্রক্টর, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, বিভিন্ন হলের প্রভোস্টবৃন্দ, অফিসার্স এসোসিয়েশন, তৃতীয় শ্রেণি কর্মচারী সমিতি, কারিগরি কর্মচারী সমিতি, চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়ন, বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সর্বস্তরের জনগণ পর্যায়ক্রমে শহিদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৬টায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান-এর নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একটি প্রভাতফেরি অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে শুরু হয়। প্রভাতফেরি সহকারে তাঁরা আজিমপুর কবরস্থানে গমন করেন এবং ভাষা শহিদদের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর ভাষা শহিদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে ফাতেহা পাঠ করা হয়। পরে প্রভাতফেরি সহকারে তাঁরা কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে গমন করেন এবং পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। বাদ জোহর মসজিদুল জামিয়াসহ সকল হলের মসজিদ এবং বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকার মসজিদে ভাষা শহিদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এছাড়া, অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে শহিদদের আত্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

ঐতিহাসিক ‘পতাকা উত্তোলন দিবস’ উদ্‌যাপিত

আমাদের ইতিহাসের প্রতিটি পাতায় বঙ্গবন্ধু জাজ্বল্যমান– উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেছেন, আমাদের ইতিহাসের প্রতিটি পদে, প্রতিটি ক্ষণে, প্রতিটি পটভূমিতে এবং প্রতিটি ঘটনায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাজ্বল্যমান ও দৃশ্যমান। তাই ঐতিহাসিক পতাকা উত্তোলন দিবসেও জাতির পিতা আমাদের সামনে চলে আসেন। গত ০২ মার্চ ২০২২ ঐতিহাসিক বটতলায় ‘পতাকা উত্তোলন দিবস’ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য এসব কথা বলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক ও কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের (দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে গত ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২২ সকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান-এর নেতৃত্বে শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়াসহ শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ প্রভাতফেরি সহকারে আজিমপুর কবরস্থানে গমন করেন এবং ভাষা শহিদদের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যান্ড সোসাইটি-এর নবীন বরণ উৎসব গত ১০ মার্চ ২০২২ বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যান্ড সোসাইটির সভাপতি এনায়েত এইচ মনন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কমিশনার ড. মিজানুর রহমান, সোসাইটির মডারেটর অধ্যাপক ড. মাহবুবুর রহমান লিটু, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ঢাবি শাখার সভাপতি সনজিত চন্দ্র দাস ও সাধারণ সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন। অনুষ্ঠানের প্রতিপাদ্য ছিল 'এখানে মুক্ত তোমার প্রাণ, গাও হে তোমার গান'।

৬ষ্ঠ বাংলাদেশ উইমেন্স ম্যাথমেটিকস্ অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ উইমেন্স ম্যাথমেটিকস্ অলিম্পিয়াড কমিটির উদ্যোগে গত ৮ মার্চ ২০২২ অনলাইন প্ল্যাটফর্মে '৬ষ্ঠ বাংলাদেশ উইমেন্স ম্যাথমেটিকস্ অলিম্পিয়াড-২০২২' এর সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে ভিডিও কনফারেন্সে সংযুক্ত ছিলেন।

বাংলাদেশ উইমেন্স ম্যাথমেটিকস্ অলিম্পিয়াড কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস ছামাদ, গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল ইসলাম, ফলিত গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী, বাংলাদেশ উইমেন ইন টেকনোলজি'র সভাপতি অধ্যাপক ড. লাফিফা জামাল এবং বাংলাদেশ ম্যাথমেটিক্যাল অলিম্পিয়াড কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুনির হাসান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বাংলাদেশ উইমেন্স ম্যাথমেটিকস্ অলিম্পিয়াড কমিটির সাধারণ সম্পাদক ড. তানিয়া শরমিন খালেক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সমাজে নারীদের অবদান, নারীদের উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিয়ে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন।

অলিম্পিয়াডে ১০ জন বিজয়ীর মধ্যে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, গত ৪ মার্চ ২০২২ অনলাইনে গণিত বিষয়ে বাংলাদেশ উইমেন্স ম্যাথমেটিকস্ অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২০০ ছাত্রী এতে অংশগ্রহণ করে।

অধ্যাপক শামসুল হক মোল্লা-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শামসুল হক মোল্লা-এর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক শামসুল হক মোল্লা ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক ও গবেষক। গাণিতিক বিষয় বিশ্লেষণে তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। একজন গণিত শিক্ষকের চিরায়িত গুণাবলী তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তিনি ছিলেন সৎ, বিনয়ী, স্পষ্টভাষী, পরোপকারী ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক চেতনার একজন খ্যাতিমান গণিতবিদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য, বাংলাদেশ গণিত সমিতির সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি অত্যন্ত সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন, ক্লিনিকসহ বহু প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা এই গুণী শিক্ষাবিদ মানবসেবা ও শিক্ষাবিস্তারে অসামান্য অবদানের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক শামসুল হক মোল্লা গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর।

শতবর্ষের মিলনমেলায় মুখরিত ঢাবি ক্যাম্পাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শতবর্ষের মিলনমেলা গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১২ হাজার প্রাক্তন শিক্ষার্থীর গল্প, আড্ডা আর স্মৃতিচারণে মুখরিত ছিল পুরো ক্যাম্পাস। জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও বেলুন উড্ডয়নের মধ্যে দিয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। আলোচনা পর্বের শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরে জনপ্রিয় শিল্পীরা লাইভ অর্কেস্ট্রা, সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন। এছাড়া, শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত ৫টি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন এবং 'শিল্পীর রংতুলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়।

অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এ.কে. আজাদের সভাপতিত্বে আলোচনা অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণতম শিক্ষার্থী ও দেশের প্রথম অর্থসচিব মতিউল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ও অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব রঞ্জন কর্মকার বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ বলেন, দেশের খ্যাতিমান রাজনীতিবিদ, কবি, লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, শিল্পোদ্যোক্তাসহ প্রায় সকল পেশার সফল মানুষদের জাতকঘর এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় গত ১০০ বছর ধরে নিরলস জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান তৈরি ও বিতরণ করে চলেছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ বহু গুণীব্যক্তি এই শতবর্ষী জ্ঞানপীঠের অমলিন অহংকার।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ রাজনৈতিক, সামাজিক সকল ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও এগিয়ে নিতে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগিয়ে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

শতবর্ষের এই মিলনমেলায় অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ একশ' জন গুণী ব্যক্তিকে ১৬টি ক্যাটাগরিতে মরণোত্তর সম্মাননা দেয়া হয়। সম্মাননা প্রাপ্তরা হলেন পি.জে. হার্টগ, সৈয়দ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী, নবাব খাজা সলিমুল্লাহ, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, মো. জিল্লুর রহমান, এ.এফ. রহমান, রমেশচন্দ্র মজুমদার, আবু সাঈদ চৌধুরী, মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী, সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন, খান বাহাদুর নাজির উদ্দিন আহমেদ, মুহাম্মদ সিদ্দিক খান, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, আ ন ম গাজীউল হক, আবদুল মতিন, সুফিয়া আহমেদ, কাজী গোলাম মাহবুব, আবুল বরকত, আমানুল্লাহ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, ড. শামসুজ্জোহা, অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, মুহম্মদ আনোয়ার পাশা, আবুল খায়ের, মো. আব্দুল মুক্তাদির, আতাউর রহমান খান খাদিম, আ. ন. ম ফয়জুল মহী, আবু নয়ীম মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মোহাম্মদ সাদত আলী, এ.এন.এম মুনিরুজ্জামান, গিয়াসউদ্দিন আহমদ, গোবিন্দচন্দ্র দেব, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য, সিরাজুল হক খান, এস. এম. এ. রাশীদুল হাসান, শরাফত আলী, ফজলুর রহমান খান, ডা. মোহাম্মদ মুর্তজা, মোহাম্মদ সাদেক, মধুসূদন দে, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, কাজী মোতাহার হোসেন, আব্দুর রাজ্জাক, নীলিমা ইব্রাহীম, আহমদ শরীফ, প্রিন্সিপাল মোহাম্মদ আবুল কাশেম, সরদার ফজলুল করিম, এ কে নাজমুল করিম, এ এফ সালাহ্উদ্দিন আহমেদ, খান সরোয়ার মোর্শেদ, মমতাজুর রহমান তরফদার, আজিজুর রহমান মল্লিক, মুহম্মদ আবদুল হাই, মো. রফিকুল ইসলাম, আবুল হুসেন, আনিসুজ্জামান, আবদুল করিম, লীলা নাগ, ফজিলাতুন্নেছা, করুণাকণা গুপ্তা, মোকাররম হোসেন খোন্দকার, আবদুল্লাহ আল মুতি শরফুদ্দীন, এ.এম হারুন-অর-রশীদ, দ্বিজেন শর্মা, পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, শওকত আলী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সৈয়দ শামসুল হক, বুদ্ধদেব বসু, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, জহির রায়হান, আলমগীল কবির, তারেক মাসুদ, আবদুল্লাহ আল মামুন, সেলিম আল দীন,

(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

আমাদের ইতিহাসের প্রতিটি পাতায় বঙ্গবন্ধু জাজ্বল্যমান

(১ম পৃষ্ঠার পর) ডিন, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, শিক্ষকবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংগীত বিভাগের শিক্ষক আজিজুর রহমান। সকালে বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন সংলগ্ন বটতলা প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। এসময় বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগ ও নৃত্যকলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান শুরুতেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শাহাদাৎবরণকারী, জাতীয় চার নেতা ও মুক্তিযুদ্ধে শাহাদাৎবরণকারী ৩০ লাখ শহিদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। একই সাথে ঐতিহাসিক এই বটতলায় সমবেত হয়ে ১৯৭১ সালের ২রা মার্চে তৎকালীন ডাকসুর নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য যেসব ছাত্র নেতা বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত জাতীয় পতাকা প্রথম উত্তোলন করেছিলেন তাদের প্রতিও উপাচার্য শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, স্বাধীনতার জন্য সামাজিক ও রাজনৈতিকসহ যে সকল পটভূমি ও উপাদান প্রয়োজন ছিল তার সবকটির সফল নেতৃত্ব ও মূল জোগানদাতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু তাঁর দূরদর্শী পরিকল্পনার মাধ্যমেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পতাকা নির্মাণ ও উত্তোলনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় এটি ছিল বঙ্গবন্ধুর অন্যতম সময়োপযোগী পদক্ষেপ। এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই বঙ্গবন্ধু ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধসহ সকল আন্দোলনের পরিকল্পনা ও সফল বাস্তবায়ন করেছেন। তাই বঙ্গবন্ধু ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একইসূত্রে গাঁথা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, পতাকা উত্তোলনের পটভূমি এবং মহান স্বাধীনতাসহ আমাদের সকল গৌরবময় আন্দোলন ও অর্জনের ইতিহাস তরুণ প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে এই ধরনের আয়োজন অব্যাহত থাকবে বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

সভাপতির ভাষণে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে মহান ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামসহ সকল আন্দোলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি বলেন, পতাকা উত্তোলনের পটভূমিসহ স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের সকল ইতিহাস তরুণ প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের জানতে হবে।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, পতাকা উত্তোলনের ঘটনা একটি তাৎক্ষণিক বিষয় ছিল না। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের ধারাবাহিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশেই সেদিন প্রথম পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। এই পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধু দেশের মানুষকে স্বাধীনতার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ পতাকা উত্তোলনের ঘটনা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সকল শ্রেণী-পেশার মানুষকে প্রেরণা জুগিয়েছিল।

আলোচনা পর্ব শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগ এবং নৃত্যকলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা দেশের গান ও নৃত্য পরিবেশন করে। এছাড়াও, প্রখ্যাত বাউল সংগীত শিল্পী কিরণ চন্দ্র রায়ের পরিবেশনায় এক মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

পরিবেশ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত

(১ম পৃষ্ঠার পর) সভায় আলোচনা করা হয়। শিক্ষার্থীদের বিভাগ পরিবর্তনের সুযোগ প্রদানের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করার ওপরও গুরুত্বারোপ করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খল, পরিকল্পিত ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা চান। ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এসব উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান এবং এ বিষয়ে সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

সুমিতমো কর্পোরেশন বৃত্তি পেলেন ৪০ শিক্ষার্থী

বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষে স্নাতক সম্মান শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে জাপানের সুমিতমো কর্পোরেশন বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ৩ মার্চ ২০২২ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঢাকাস্থ জাপান দূতাবাসের মিনিস্টার ও ডেপুটি চিফ অফ মিশন মি. হিরোউকি ইয়ামায়া এবং সুমিতমো কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার মি. শিনিচি নাগাতা বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বৃত্তিপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করেন সুমিতমো কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার (কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স) মো. শফিউল্লাহ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বৃত্তিপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে শিক্ষার্থীদের সুনাগরিক ও দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করায় তিনি সুমিতমো কর্পোরেশনকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এবং জাপানের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে বাংলাদেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাপান সরকারের সহযোগিতার কথা তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। ভবিষ্যতেও এই সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

প্রথম বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণির বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- মতিয়া নূর রাইসা (জিন প্রকৌশল ও জীব প্রযুক্তি), আহমেদ আদনান (আই.আই.টি), মাজহারুল ইসলাম (ইসলামিক স্টাডিজ), মো: রেদওয়ানুল ইসলাম (গণিত), আরিফা হক (পদার্থ বিজ্ঞান), মাইকেল সাগর সরকার (আইন), মো: কামরুল হাসান রাব্বি (একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস), ত্রিশা নন্দী (একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস), আব্দুল মুহাইমিন (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) এবং আপেল চন্দ্রো (মনোবিজ্ঞান)।

দ্বিতীয় বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণির বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- বুশরা জাহান (ইংরেজী), রেসমা আক্তার (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি), নুজহাত নুয়েরি খান (গণিত), রুবাইয়া ইসলাম (আইন), ফজলে আজম (আইন), সালমা আক্তার ঝুমা (একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস), মো: তৌহিদুল ইসলাম (অর্থনীতি), ফরহাদী আনোয়ার (মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ), আজফা তৌহিদা দৈবী (ডিজাস্টার সায়েন্স এন্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স) এবং মোছা: সিফাত-ই-সুলতানা (শিক্ষা ও গবেষণা)।

তৃতীয় বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণির বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- রুবাইয়াত হাসান শাওন (আইন), মোঃ সোহানুল ইসলাম (একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস), মোহাইমিনুল হক (মার্কেটিং), মোঃ রাকিবুল ইসলাম ও মোঃ চঞ্চল মাহমুদ (ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস), মোসাম্মদ ফাতিহা খাতুন (অর্গ্যানাইজেশন স্ট্র্যাটেজি এন্ড লিডারশীপ), বুশরা রহমান ও তানজিলা আকতার (মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ), মোঃ আরিফুল ইসলাম (লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি) এবং সায়মা আলম (পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান)।

চতুর্থ বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণির বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- জান্নাতুল ফেরদৌস (ফিন্যান্স), মো: রাসেল মিয়া (ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস), মো: আসিফুল ইসলাম (একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস), সানজিদা ইসলাম (মার্কেটিং), কুমারী রত্না রানী (ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস), খন্দকার তাকি মো: সাদি (মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ), ইয়াসিফ আহমেদ (দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা), মো: আবুল কালাম আজাদ (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং), মীর মোহাম্মদ মহসীন কবির (নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং) এবং নওয়ারা মাহমুদ ব্রতী (রোবটিক্স এন্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং)।

অমর একুশে হল ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি প্রদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অমর একুশে হল ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি প্রদান এবং স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের সংগঠন বাঁধন, অমর একুশে হল ইউনিট-এর আয়োজনে গত ৯ মার্চ ২০২২ নবীন বরণ ও রক্তদাতা সম্মাননা ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ রক্তদাতা সম্মাননা ও অমর একুশে হল ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি প্রদান করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ শিক্ষার্থীদের রক্ত দান কার্যক্রমে উৎসাহিত করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে বৃত্তির পরিমাণ ও আওতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাইবৃন্দের সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ গভর্নিং বডি'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডাক্তার কাজী শহিদুল আলম, অমর একুশে হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. ইসতিয়াক এম সৈয়দ এবং বাঁধন-এর অমর একুশে হল ইউনিটের উপদেষ্টা ড. আবুল কালাম আজাদ। এছাড়া, বিভিন্ন হলের বাঁধনের কর্মীবৃন্দ, অমর একুশে হলের আবাসিক শিক্ষক, সহকারী আবাসিক শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে ৩৪ জন শিক্ষার্থীকে অমর একুশে হল ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি প্রদান করা হয় এবং ৬৫ জন রক্তদাতাকে সম্মাননা সার্টিফিকেট ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

উপাচার্যের সাথে ইতালির রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইতালির রাষ্ট্রদূত মি. এনরিকো নুনযিয়াতা গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ঢাবি আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. এবিএম রেজাউল করিম ফকির এবং জনসংযোগ দফতরের পরিচালক মাহমুদ আলম উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষকরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান ইতালিয়ান ভাষা শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে মতবিনিময় করেন। তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইতালির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে ইতালিয়ান ভাষা শিক্ষা কার্যক্রম প্রসারের ব্যাপারেও তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের ইতালিয়ান ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতালি থেকে দক্ষ শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসার ব্যাপারে তাঁরা ফলপ্রসূ আলোচনা করেন। এ ব্যাপারে শীঘ্রই একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করা হবে বলে তাঁরা ঐক্যমত পোষণ করেন।

রাষ্ট্রদূত মি. এনরিকো নুনযিয়াতা বাংলাদেশ এবং ইতালির কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০-বছর পূর্তির একটি ক্রেস্ট উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানকে উপহার দেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার জন্য এবং এর সাথে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদারের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করায় ইতালিয়ান রাষ্ট্রদূতকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

অফিসারদের জন্য কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ইন টিচিং এন্ড লার্নিং-এর উদ্যোগে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের আনওয়ারুল আজীম চৌধুরী লেকচার গ্যালারীতে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের গুণগত মান ও দক্ষতা বৃদ্ধি' শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. সাবিতা রিজওয়ানা রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় "ফাইল ম্যানেজমেন্ট" বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব মো. জাফর ইকবাল, "শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ বোর্ডের নথি প্রস্তুত সংক্রান্ত" বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, "কর্মকর্তার পালনীয় কোড অফ কন্ডাক্ট" বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এ বি এম আশরাফুজ্জামান এবং "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডার-এর ভিত্তিতে কর্মকর্তার পালনীয় দায়িত্ব" বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার বক্তব্য প্রদান করেন। কর্মশালা সঞ্চালন করেন সেন্টারের অতিরিক্ত পরিচালক ড. এ.টি.এম সামছুজ্জোহা।

উল্লেখ্য, সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ইন টিচিং এন্ড লার্নিং উচ্চশিক্ষায় সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য ধারাবাহিক কর্মশালার আয়োজন করে আসছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে গত ৮ মার্চ ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে সুইডেনের সমর্থিত গবেষণা গ্রুপ BAN:04 কর্তৃক পরিচালিত ইন্টারন্যাশনাল সাইন্স প্রোগ্রাম (আইএসপি)-এর আওতায় এক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে এই ওয়েবিনার উদ্বোধন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের সাবেক চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. নিলুফার নাহার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকাস্থ সুইডেন দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি এম এস আনা সোয়ানটেসন এবং আইএসপি'র প্রোগ্রাম ডিরেক্টর ড. পিটার সাণ্ডিন। ওয়েবিনারটি পরিচালনা করেন BAN:04 রিসার্চ গ্রুপের গ্রুপ লিডার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শোয়েব। এছাড়া, মোটিভেশনাল বক্তৃতা প্রদান করেন ঢাবি'র প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের সাবেক চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. হাসিনা খান।

অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, বাংলাদেশে ৪৯ শতাংশ জনসংখ্যা নারী এবং ৫১ শতাংশ পুরুষ। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের জন্য কর্মক্ষেত্রে এবং শিক্ষায় নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শোয়েব জানান, BAN:04 রিসার্চ গ্রুপ ঢাবি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং গবেষকদের মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করতে নিয়মিত সেমিনার, ওয়েবিনার, ওয়ার্কশপ এবং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে।

ওয়েবিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক অনুষদ সদস্য, শিক্ষার্থী ও গবেষক অংশগ্রহণ করেন।

২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে চারটি পুনর্গঠিত ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষা

২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এবং শিক্ষার্থীরা পূর্বের ন্যায় বিদ্যমান ৫টি ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছে বিধায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় এবছর 'ঘ' ইউনিট বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এর ফলে এই শিক্ষাবর্ষে 'ক,খ, গ, ঘ এবং চ' এই ৫টি ইউনিটেই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ অনুষ্ঠিত ডিন্স কমিটির বিশেষ সভার সুপারিশের আলোকে বিকেলে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত সাধারণ ভর্তি কমিটির এক বিশেষ সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

পূর্ববর্তী সাধারণ ভর্তি কমিটির বিশেষ সভার (০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২) সিদ্ধান্তের আলোকে আগামী ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষা পুনর্গঠিত ০৪ (চার)টি ইউনিটের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি পরীক্ষার পুনর্গঠিত ০৪ (চার)টি ইউনিট হলো: (১) কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট (২) বিজ্ঞান ইউনিট (৩) ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিট এবং (৪) চারুকলা ইউনিট। উল্লেখ্য, বিজ্ঞান ও বিজনেস স্টাডিজ ইউনিটের ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা বিভাগ/ইউনিট পরিবর্তনের জন্য 'কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান' ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। এছাড়া, মানবিক শাখার শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান বা বাণিজ্য বিষয়ে ভর্তির জন্য 'কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার সাথেই গণিত/পরিসংখ্যান অথবা অর্থনীতি/হিসাব বিজ্ঞান অথবা পূর্বশর্তযুক্ত যে কোন বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে।

সভায় সময়, শ্রম ও অর্থ সাশ্রয়ের জন্য উন্নত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মতো ভবিষ্যতে একটি মাত্র স্ট্যান্ডার্ডাইজড টেস্টের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির বিষয়ে ভাবার জন্য ডিনবৃন্দকে পরামর্শ দেয়া হয়।

সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান এবং বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক উপস্থিত ছিলেন।

শতবর্ষের মিলনমেলায় মুখরিত ঢাবি ক্যাম্পাস

(২য় পৃষ্ঠার পর) ওয়াহিদুল হক, মোবারক হোসেন খান, কাজী আবদুল আলীম, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, কাইয়ুম চৌধুরী, মোহাম্মদ কিবরিয়া, সফিউদ্দিন আহমেদ, মর্তুজা বশীর, আতাউস সামাদ, সৈয়দ মোহাম্মদ আলী, শহীদুল্লা কায়সার, গিয়াস কামাল চৌধুরী, এম. হোসেন আলী এবং শাহ এ.এস.এম. কিবরিয়া।

সন্ধ্যায় দেশ বরেণ্য শিল্পীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে শেষ হয় শতবর্ষের মিলনমেলা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাইক্লিং ক্লাবের উদ্যোগে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র থেকে 'ভালোবাসার মাতৃভাষা' শীর্ষক এক সাইকেল র‍্যালি বের করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে র‍্যালির উদ্বোধন করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে ঢাবি সাইক্লিং ক্লাবের মডারেটর ড. মোসা. রেবেকা সুলতানা, সভাপতি তানভির হোসেন শান্ত ও সাধারণ সম্পাদক আলী নেওয়াজ তুষার এবং ডাকসু'র সাবেক এজিএস মো. সাদ্দাম হোসেন উপস্থিত ছিলেন। র‍্যালিটি শহিদ মিনার চত্বর ও ফুলার রোড হয়ে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে এসে সমাপ্ত হয়।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে গত ৭ মার্চ ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

৭ই মার্চের ভাষণের সর্বজনীন বৈশ্বিক গুরুত্ব, তাৎপর্য ও মূল্যবোধ ধারণ এবং প্রতিপালন করতে হবে– উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের সর্বজনীন বৈশ্বিক গুরুত্ব, তাৎপর্য ও মূল্যবোধ ধারণ ও প্রতিপালন করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গত ৭ মার্চ ২০২২ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য' শীর্ষক আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এই আহ্বান জানান। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়াসহ অফিসার্স এসোসিয়েশন, তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতি, কারিগরী কর্মচারী সমিতি ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। আলোচনা সভা পরিচালনা করেন রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের বৈশ্বিক তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরে বলেন, এটি একটি কালোত্তীর্ণ ভাষণ। এই ভাষণ শুধু ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতিকেই অনুপ্রাণিত করেছিল তা নয়, বরং এটি যুগে যুগে বিশ্বের সকল অবহেলিত, বঞ্চিত ও স্বাধীনতাকামী জাতি-গোষ্ঠীকে অনুপ্রেরণা জোগাতে থাকবে। এই ভাষণ সব দেশ, জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য প্রাসঙ্গিক। এ কারণেই ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণকে ২০১৭ সালে ইউনেস্কোর মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উপাচার্য বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে মহান স্বাধীনতার অনানুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। ২৬মার্চ তিনি স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। এই ভাষণের তাৎপর্য অনুধাবন করে গণতান্ত্রিক, মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ ধারণ, লালন ও বিকাশ ঘটানোর জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে সকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এসময় প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

'নৃত্যকলা বিভাগ উদ্‌যাপন' অনুষ্ঠান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নৃত্যকলা বিভাগের উদ্যোগে ১ম বারের মত 'নৃত্যকলা বিভাগ উদ্‌যাপন-২০২২' অনুষ্ঠান গত ৫ মার্চ ২০২২ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

বিভাগীয় চেয়ারপার্সন মনিরা পারভীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সাবেক সংস্কৃতি

মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, এমপি সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির এবং নৃত্য সারথী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব লায়লা হাসান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান শুরুতেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে শাহাদাৎবরণকারী ৩০ লাখ শহীদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, একটি মানবিক ও সৃজনশীল সমাজ বিনির্মাণের জন্য যে সকল উপাদান প্রয়োজন হয়, নৃত্যকলা তার মধ্যে একটি অন্যতম শক্তিশালী উপাদান। নৃত্যশিল্পের নানাবিধ বিকাশ ঘটাতে এই বিভাগটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়। নৃত্যকলার উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠায় যথাযথ ভূমিকা পালনের জন্য উপাচার্য বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ নৃত্য পরিবেশিত হয়। বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তামান্না রহমান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

ইতিহাস বিভাগের ২০৮ জনকে বৃত্তি প্রদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ এবং ইতিহাস বিভাগের শতবর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ইতিহাস বিভাগের পিএইচডি ও এমফিল ডিগ্রিপ্রাপ্ত ৮জন এবং স্নাতক (সম্মান) ও এম এ শ্রেণির ২০০ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ গত ৬ মার্চ ২০২২ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান

অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম ও আঞ্জুমান মফিদুল ইসলামের নির্বাহী পরিচালক মাহফুজুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বৃত্তি প্রদান কমিটির আহ্বায়ক ও ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. এ এম আমজাদ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সজীব কুমার বণিক অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ বৃত্তিপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই বৃত্তির অর্থ শিক্ষার্থীদের এগিয়ে চলার পথে সহায়ক হবে। ইতিহাস বিভাগের এই বৃহৎ উদ্যোগে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্য বিভাগগুলোও এগিয়ে আসবে। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠে বিশ্ববিদ্যালয়, দেশ ও সমাজের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ইতিহাস বিভাগের বৃত্তি কার্যক্রমের আওতায় ১৭টি তহবিল থেকে এককালীন এই বৃত্তি প্রদান করা হয়। পিএইচডি গবেষণার জন্য বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন ড. আহম্মেদ শরীফ, ড. মোশারফ হোসেন, ড. সৈয়দ মোঃ শাহান শাহ, ড. এস. এম. রেজাউল করিম ও ড. চাঁদ সুলতানা কাওছার এবং এমফিল গবেষণার জন্য বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন তৌহিদা আক্তার, মিঠুন কুমার সাহা ও শান্তা পত্রনবীশ ।

পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের নবীন বরণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের ২৬তম ও ২৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ এবং ২১তম ও ২২তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান গত ৯ মার্চ ২০২২ ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস ছামাদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য শিক্ষার্থীদের দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। শুধু পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থী ও ছাত্র নেতা শহীদ রাউফুন বসুনিয়ার ৩৭তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ শহীদ রাউফুন বসুনিয়ার ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন, মো: আবু বকর সিদ্দিক ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার ও মোঃ জাকির হোসেন। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫